মেহেরপুরের আমঝুপিতে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগ উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।

আজ রবিবার বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহিদা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান,মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর শহর সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতা ও নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের যুগিন্দায় শিক্ষার

মান উন্নয়নে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা ও ঝরে পড়া রোধ ও অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও বারাদী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: মাসুম রানার উপস্থাপনায় আয়োজিত সভায় প্রধান শিক্ষক মো: আ: কুদ্দুস সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আইনাল হক ও ওয়াচ সদস্য ছাকন আলী। এ সময় অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ সহ, জন প্রতিনিধি, এস এম সি, ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য সহ অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

সভায় ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ রোধসহ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা দুর করতে এস.এম.সি, শিক্ষক, পিটিএ ও ওয়াচ কমিটি একসাথে কাজ করতে পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করা।

মেহেরপুরে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

নারী নির্যাতন ও যৌতুক মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাজেদুর রহমান (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত সাজেদুর রহমান সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল

হকের ছেলে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে সদর থানার এএসআই শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাজেদুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় সাজেদুলকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ১ বছরের সাজা প্রদান করেন। সেই থেকে সে পলাতক ছিলো।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত সাজেদুল ইসলামকে আদালতে নিলে তাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালতের বিজ্ঞবিচারক।

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেল সুপার মোখলেসুর রহমান, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন নাহার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অলোক কুমার দাস প্রমূখ।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৫

মেহেরপুর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১০ জন আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে ৫ জন আসামি।
গতকাল শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগতরাতে মেহেরপুর সদর থানার সহকারি উপপরিদর্শক (এএ্সআই) শাকিল খান ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে সাজেদুর রহমান (৩৫), জিআর ৯৩/১৯ নং মামলার আসামি কুতুবপুর গ্রামের মহাম্মদ আলীর ছেলে সবুজ (৪০), নারী ও শিশু নির্যাতন ৯৯/১৯ নং মামলার আসামি ময়ামারি গ্রামের মিরু মালিথার ছেলে জমির উদ্দিন (৪৫), একই মামলার আসামি আব্দুল মালেকের ছেলে আরিফ হোসেন (৩০), সিআর ২৩৭/২৩ নং মামলার আসামি কোলা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে আল আমিন (৩২), সিআর ৩৮২/২৩ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ডপাড়ার রিফাজের ছেলে মো: খুরশিদ (৩৪), মহি উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা খাতুন (৫০), ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৩০), সিআর ৮৪৪/২৩ মামলার আসামি শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত মজিদের ছেলে মহিউদ্দীন (৫০) ও শহরের নতুনপাড়ার বাবর আলীর ছেলে ডাবলু হোসেন (৩৬)।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামিদের মধ্যে রয়েছে সিআর ৩৮৩/২৩ নং মামলার আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের সাহিন আলীর স্ত্রী বৃষ্টি খাতুন সিআর পারিবারিক ৪০/২০ নং মামলার আসামি বাওট গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে খাইরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ কোর্টের সিআর ১৯৭/২৩ নং মামলার আসামি কুমারীডাঙ্গা গ্রামের নবিছুদ্দিনের ছেলে আনোয়ার হোসেন, জিআর ১৪৭/২৩ নং মামলার আসামি গাড়াডোব কাছারীপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে সাহাবুদ্দিন

(৩৪) ও ফসল তছরুপ করার অভিযোগে গাংনী থানার ১৪(৯)২৩ মামলার আসামি বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে আলাইহিম হোসেন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এসব গ্রেফতার অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নিলে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

কে এগিয়ে; ফরহাদ নাকি ইমন ?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদীয় এলাকায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। দ্বাদশ নির্বাচনে কে পাচ্ছেন মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার বৈঠা। এখন কেন্দ্র থেকে জেলা সর্বত্রই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে কে শতভাগ দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে বেশি পরীক্ষিত? এই প্রশ্নটিও সামনে চলে আসছে।

দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে কে সব সময় শতভাগ মেনে চলেন? কে এক-এগারোর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দলের কর্মকাণ্ডে বেশি সক্রিয় ছিলেন? গত ১০ বছরেরও বেশি সময়ে কে বেশি মূল্যায়ন পেয়েছেন?

নির্বাচনের ৩ মাস বাকি থাকলেও মেহেরপুরের সাধারণ ভোটাররা প্রার্থী বাছাইয়ে এখন থেকেই নেমেছে চুল চেরা বিশ্লেষনে। প্রার্থীদের অতীত, বর্তমান, বেঁড়ে ওঠা, ছাত্র জীবন সব কিছু নিয়েই এখন ভোটারদের বিশ্লেষণ। সেক্ষেত্রে মেহেরপুর-১ আসনের যাদের নাম ঘুরে ফিরে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএএস ইমন। এই দুই নেতাকে নিয়ে মেহেরপুরের সর্বত্রে চলছে আলোচনা সমালোচনা। শিক্ষা- দীক্ষা ও আচরণে কে এগিয়ে আছে এনিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। তবে এ দু নেতার বাইরেও প্রায় দশ জন নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

জানা গেছে, বর্তমান এমপি ফরহাদ হোসেন ১৯৮৭ সালে খুলনার মুহসিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৯ সালে সরকারি ব্রজলাল (বিএল) মহাবিদ্যালয় থেকে এইসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকার সিটি কলেজ থেকে ব্যাচেলার অব আর্টস বিভাগে ১৯৯১ সালে বিএ পাশ করেন। পরে ইংলিশ ভাষার উপর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রিলিমিনারিসহ মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা সিটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন।

শিক্ষা জীবনে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও তার বাবার রাজনৈতিক কারনে সর্বশেষ তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পরে ২০১৫ সালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হলে সরাসরি তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তিতে ২০২২ সালের সম্মেলনেও ফরহাদ হোসেন দ্বিতীয় বারের মত সভাপতি মনোনীত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফরহাদ হোসেন তার পিতার রাজনৈতিক উত্তরসরি এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালিন প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন জামাই হিসেবেই রাজনীতিতে বেশি সুবিধা পেয়েছেন।

অপরদিকে, আব্দুস শুকুর ইমন (এম এ এস ইমন) মেহেরপুর জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ওই বছরে এমএএস ইমন জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে বিএসএস (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়ন অবস্থায় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরবর্তিতে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের এস এম হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৯৮ থেকে

তার বিরুদ্ধে আছে। এসব কারনে তার পরিবারের মধ্যেকার লোক ছাড়া এখন আর কাউকে তার পাশেও পাওয়া যাচ্ছেনা।

সূত্রগুলো জানায়, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এমএএস ইমনকে মেহেরপুর-১ আসনের এমপি পদে চাইছেন জেলার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এমএএস ইমনকে অধিকতর কর্মীবান্ধব মনে করেন দলের বেশিরভাগ নেতাকর্মী। আর এসব বিবেচনায় তাঁকেই বেছে নেওয়ার অনুরোধ মেহেরপুর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের।

আগে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হত এখন উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে মোনালিসা ইসলাম

বিএনপির আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হতো আর এখন শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশ উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে।

সারা বাংলাদেশের মধ্যে মেহেরপুর মুজিবনগরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়নের যে, জোয়ার সারা বাংলাদেশে বইছে সেই উন্নয়নে জোয়ারে ভাসছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মেহেরপুর মুজিবনগর। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আবারো দরকার শেখ হাসিনা সরকার। তাই আগামী নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

আজ শনিবার বিকেলে মোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগ আয়োজনে উঠান বৈঠকে এসব কথা বলেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। তিনি আরো বলেন, স্যালুট জানাই মানবতার নেত্রিশ শান্তির নেত্রী যিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। মেহেরপুর মুজিবনগর এর উন্নয়নে আপনাদের ভাই আপনাদের সন্তান মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রাত দিন ২৪ ঘন্টা চিন্তা করেন মেহেরপুরের মানুষকে কিভাবে ভালো রাখবেন। মেহেরপুরকে আরো কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনার সততা ও আদর্শকে তিনি বুকে ধারণ করে মেহেরপুর কে একটি উন্নয়নশীল জনপদ হিসেবে গড়ে তুলছেন।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শিমুল রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সহধর্মিনী কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবমহিলা লীগের সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন সম্পাদক তহমিনা খাতুন সহ মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে কৃষকের দুই বিঘা জমির তুলাক্ষেত কেটে তছরুপ

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের সাহাবুদ্দিন ও তুজাম্মেল হক নামের দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির তুলা ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা্ । আবাদের ওপর দিয়ে মাটি বহনকারি গাড়ি যেতে

দিচ্ছে সাইদুর মেম্বার ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ক্ষেত নষ্ট করার বিষয়ে জানতে পেরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিঙেযাগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থঅ নেয়া হবে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে সেলফি তুলেছেন জো বাইডেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সেলফি তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এসময় সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। শনিবার ভারতের দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে দুই রাষ্ট্রনেতা কিছুক্ষণ কথাও বলেন।

মেহেরপুরে সবজি কেজিতে পাইকারি থেকে খুচরার ব্যবধান ২৫ টাকা

সবজি ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে সবজির দামে এখন আগুন। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সবজি ক্রয় করে খাওয়া এখন দুস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে সবজির খুচরা বাজারে আগুন থাকলেও উৎপাদিত সবজির দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। পাইকারি থেকে খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

মেহেরপুর জেলার সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যায়। আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণের কারণে প্রায় সব ধরনের সবজি এই এলাকায় আবাদ হয়। কিন্তু উৎপাদিত সবজির সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ এখানকার কৃষকরা। তবে পাইকারি বাজার থেকে মাত্র ৪/৫ কিলোমিটার দূরের মেহেরপুরের খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য দেখা যায় কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা করে। উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কৃষকরা।

গতকাল শুক্রবার গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে সবজি বিক্রয় দামের আগুন লেগেছে, টমেটো প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বেগুন প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পালং শাক প্রতি কেজি ৮০টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, গোল আলু প্রতি কেজি ৪৫ টাকা, কাঁচা কলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, লাল শাক ৩ আটি ২০ টাকা. পুই শাক প্রতি কেজি ২০ টাকা, করল্লা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, মাটির তলের আলু প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, পেপে প্রতি কেজি ৪০ টাকা, শিম প্রতি কেজি ১৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, পেয়াজ প্রতি কেজি ৯০ টাকা, রসুন প্রতি কেজি ২৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৪০ টাকা, কুমড়ার জালি ১ পিচ ৩০ টাকা, ঢেঁড়স প্রতি কেজি ৪০ টাকা, উস্তি প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৪০ টাকা, আদা প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। শুধু সবজি বাজার নয়, মাছের বাজারেও দাম চড়া। এখন ইলিশের ভরা মৌসুম চলছে। তারপরেও ইলিশ কিনে খাওয়ার সামর্থ নিম্ন আয়ের মানুষদের দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪ শ থেকে ৫ শ টাকা কেজি দরে। এছাড়া আধা কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ৭ শ থেকে ৮ শ ও ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১২ শ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩ শ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে। ছোট পোনা বিক্রি হচ্ছে ২শ টাকা কেজি দরে। ছোট সাইজের পাঙ্গাস এবং সিলভার মাছ বিক্রি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের সিলভার বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য মাছের দামও আকাশ চুম্বি দাম।

গাংনী উপজেলা শহরের আরজ আলী বলেন, বাংলাদেশের ৬০, ভাগ সবজি মেহেরপুর জেলায় উৎপাদন হয় সেইখানে সবজির যদি এত দাম হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে?

ছাতিয়ান গ্রামের মামলত হোসেন বলেন, আমাদের জেলাতে প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। সেই জেলার মানুষ যদি এতো দাম দিয়ে সবজি কিনে খেতে হয়, তাহলে কিভাবে হবে। তিনি আরও বলেন, ৩শ টাকা নিয়ে সবজি বাজার করতে এসেছি। কয়েকটি সবজি কিনে টাকা ফুরিয়ে গেছে। এখন

কিভাবে বাজার করবো।

বাওট গ্রামের দিন মজুর রফিকুল ইসলাম বলেন, মুনিস খেটে ৫শ টাকা পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে বাজার করবো কিভাবে। সবজি বাজারে গেলেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। অন্যান্য বাজার করবো কিভাবে।

এদিকে সবজি ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা আড়তে যেভাবে কিনছি সেভাবেই বিক্রি করছি। আমাদেরও তো লাভ থাকতে হবে। এখন আড়তে দাম বেশি। তাই আমরাও বেশি দামে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। আরেক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান বলেন, আড়তদারদের ধরলেই ভাল হবে। কারন, দাম ওখান থেকেই বেশি হচ্ছে।

সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষী ইয়ানুর রহমান ও মহিবুল ইসলাম বলেন, আমরা সবজি আড়তে নিয়ে গেলেই দাম পাচ্ছিনে। অথচ, একই সবজি হাটে গিয়ে দাম ৪/৫ গুন বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজার মনিটারিং না থাকার কারনে এভাবে উচ্চমুল্যে সবজি বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তারা।

সবজির বাজারে এই উচ্চ মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসনের বাজার মনিটরিং করা খুব জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতারা।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, অতিদ্রুতই বাজার মনিটারিং করা হবে। বাজার মনিটারিং এর সময় অসলগ্ন কিছু পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।